দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
The Daily Janakantha

২২ অক্টোবর ২০১৯

যমুনার চরে সরকারী স্কুল চলে প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামালপুর, ২২ অক্টোবর ॥ ইসলামপুর উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়নের যমুনা নদীর চরের চরনন্দনেরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান চরমভাবে বিঘিœত হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইসলামপুর উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়নের যমুনা নদীতে জেগে ওঠা চরের চরনন্দনেরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনজন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ২১০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে বিপুল নামে একজন পিটিআইয়ে প্রশিক্ষণে রয়েছেন। প্রধান শিক্ষক আবু সাইদ মোহাম্মদ শেরে বাংলাসহ আশরাফী আক্তার নামে আরও একজন শিক্ষিকা পাঠদান করার কথা থাকলেও তারাও কেউ বিদ্যালয়ে যান না। নানা অজুহাতে বছরের পর বছর প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালাচ্ছেন তারা। বিদ্যালয়ের সচেতন অভিভাবক ও স্থানীয়দের অভিযোগ, তারা শিক্ষিকা আশরাফী আক্তারকে কোনদিন বিদ্যালয়ে আসতে দেখেননি। প্রধান শিক্ষকও আসেন মাঝে মধ্যে। প্রধান শিক্ষক আবু সাইদের বদলে ক্লাস নেন ছবশের আলী আর শিক্ষিকা আশরাফী আক্তারের বদলে এক বছর ধরে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রক্সি ক্লাস নিচ্ছেন আব্দুল হান্নান নামে এক ব্যক্তি। সম্প্রতি বিদ্যালয়টিতে সরেজমিনে গিয়ে কোন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে পাওয়া যায়নি। স্থানীয় অভিভাবক জোসনা বেগমসহ অনেকের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে আসেন না। প্রক্সি শিক্ষরা ক্লাস নেন। তারা সকাল ১০টায় নৌকায় যান। আবার তড়িঘড়ি ছুটি দিয়ে ১২টার নৌকায় বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অভিভাবকরা সরকারী চাকরিবিধি লংঘনকারী ওই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নতুন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানসহ বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন। বিদ্যালয়ের এই নাজুক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রেজাউল সরকার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করলেও দীর্ঘদিনেও অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে রহস্যজনক কারণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অভিযোগ প্রসঙ্গে ইসলামপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাবধানবাণী: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই সাইটের কোন উপাদান ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান। সম্পাদক কর্তৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লিঃ ও জনকণ্ঠ লিঃ ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজিঃ নং ডিএ ৭৯৬।

কার্যালয়: জনকন্ঠ ভবন,
২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন,
জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা।

আঞ্চলিক কার্যালয় (চট্টগ্রাম): মান্নান ভবন (দোতলা),
১৫৬ নুর আহমদ সড়ক (জুবিলী রোড), চট্টগ্রাম,

ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন),
ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫
ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com
ই-জনকন্ঠ: www.edailyjanakantha.com

Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com